



গর্ভবতী মা ও শিশুর ১,০০০ দিনের কার্য-পঞ্জিকা



গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ইম্প্রুভড নিউট্রিশন (গেইন)



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



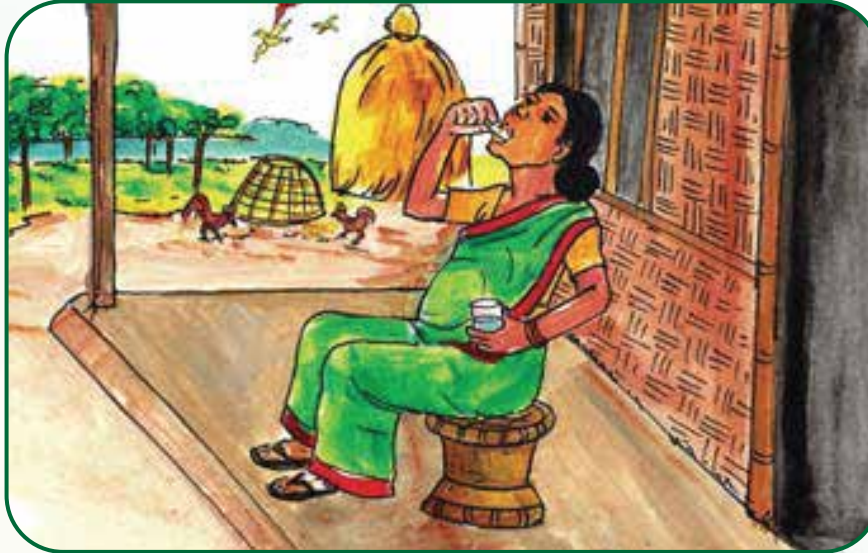
gain
Global Alliance for
Improved Nutrition

গর্ভকালীন ১ থেকে ৩ মাস পর্যন্ত করণীয়

কী কী করতে হবে



- ✓ শীঘ্রই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ১ম চেকআপ করাতে হবে।
- ✓ ডাক্তার বা স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ অনুযায়ী টিটি টিকা নিতে হবে।
- ✓ ডাক্তার বা স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ মত প্রতিদিন একটি করে আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেট খেতে হবে।
- ✓ প্রতিদিন আয়রন, ভিটামিন-এ, ভিটামিন-সি ও আয়োডিন সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে।



- ✓ প্রতিদিন ৩ বার পুষ্টিকর খাবার এবং প্রতিবারে ১ মুঠ পরিমাণে বেশী খেতে হবে। এছাড়া ২ বার পুষ্টিকর নাস্তা খেতে হবে।
- ✓ শরীরে আয়রন সঠিকভাবে কাজে লাগানোর জন্য প্রতিবার খাবারের সাথে কাঁচামরিচ বা লেবু খেতে হবে অথবা খাবারের পরে কোন টক জাতীয় ফল যেমন: তেঁতুল, জাম্বুরা, আমড়া, আমলকি ইত্যাদি খেতে হবে।

গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ইম্প্রুভড নিউট্রিশন (গেইন)

গর্ভকালীন ১ থেকে ৩ মাস পর্যন্ত করণীয়

কী কী করতে হবে



- ✓ শারীরিক ও মানসিক ভাবে স্বস্তিতে থাকুন - এতে গর্ভের শিশুর বৃদ্ধি ভালো হবে।
- ✓ প্রসবকালীন কোন জটিলতা মোকাবেলার জন্য টাকা জমিয়ে রাখা শুরু করতে হবে।
- ✓ প্রসব সেবা কার্ডে ওজন লিখে রাখতে হবে। পরবর্তী ভিজিটে মায়ের ওজন বাড়ল কিনা বুঝার জন্য।

কী কী করা যাবে না

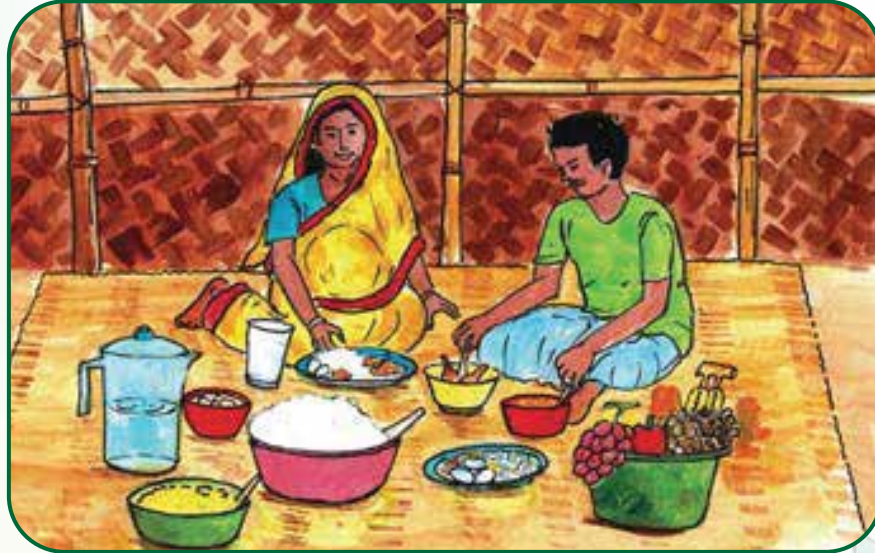


- ✗ চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ ছাড়া ঔষধ খাওয়া যাবে না।
- ✗ কুসংস্কার থেকে বিরত থাকতে হবে। যেমন - আয়রন ট্যাবলেট খেলে বাচ্চা ডেলিভারি সমস্যা হবে - এটি ভুল ধারণা।
- ✗ প্রশিক্ষণবিহীন কোন ধাত্রী বা ওঝার পরামর্শ গ্রহণ করা যাবে না।
- ✗ মদ, বিড়ি/সিগারেট সেবন করা যাবে না।

গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ইম্প্রুভড নিউট্রিশন (গেইন)

গর্ভকালীন ৪ থেকে ৬ মাস পর্যন্ত করণীয়

কী কী করতে হবে

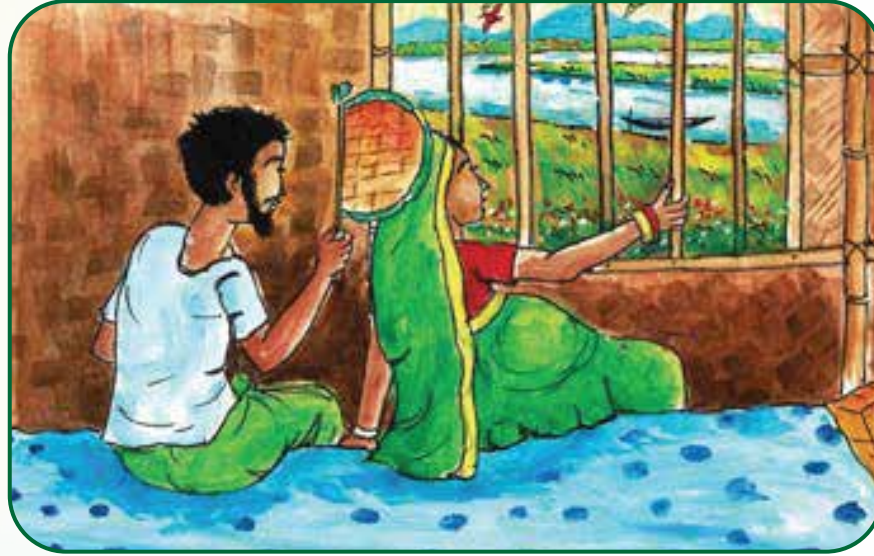


- ✓ শীঘ্রই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ২য় বার এবং ৩য় বার চেকআপ করাতে হবে।
- ✓ ডাক্তার বা স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ মত প্রতিদিন একটি করে আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেট ও দুইটি ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট আলাদা আলাদা সময়ে খেতে হবে।
- ✓ প্রতিদিন ৩ বার পুষ্টিকর খাবার এবং প্রতিবারে ১ মুঠ পরিমাণে বেশী খেতে হবে। এছাড়া ২ বার পুষ্টিকর নাস্তা খেতে হবে।
- ✓ দিনের বেলায় কমপক্ষে ২ ঘন্টা বিশ্রাম এবং রাতে কমপক্ষে ৮ ঘন্টা ঘুমাতে হবে।
- ✓ খাবার অবশ্যই তেল দিয়ে রান্না করতে হবে, এতে ভিটামিন-এ পাওয়া যাবে।
- ✓ রান্নায় আয়োডিন যুক্ত লবন ব্যবহার করতে হবে।

গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ইম্প্রুভড নিউট্রিশন (গেইন)

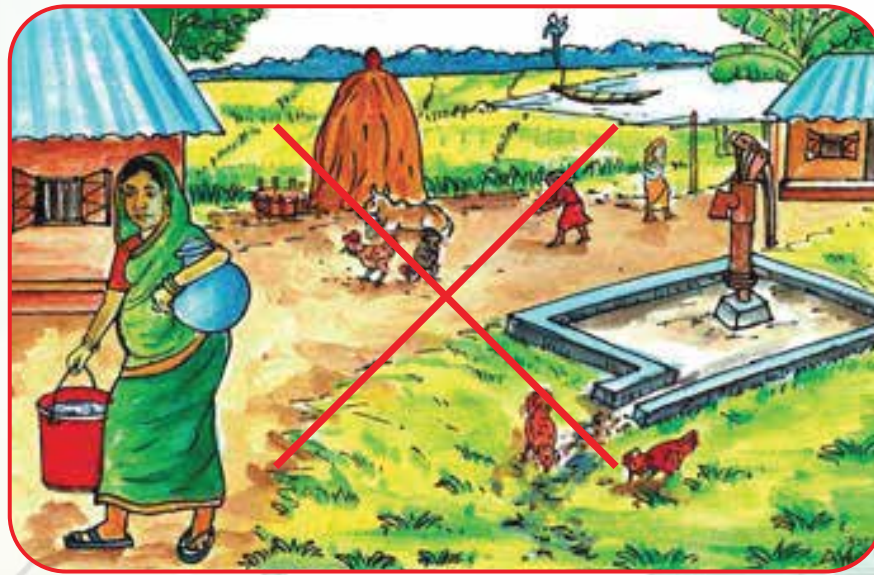
গর্ভকালীন ৪ থেকে ৬ মাস পর্যন্ত করণীয়

কী কী করতে হবে



- ✓ পরিবারে সকল সদস্য গর্ভবতী মায়ের প্রতি ভাল আচরন করতে হবে ও হাসি-খুশি থাকতে হবে।
- ✓ আগের ভিজিটের চেয়ে বর্তমান ওজন বেড়েছে কিনা তা দেখতে হবে। যদি ওজন না বাড়ে তাহলে ডাক্তার বা স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ নিতে হবে।

কী কী করা যাবে না



- ✗ ভারী কাজ যেমন ধান ভানা, টিউবওয়েল চাপা, পানি তোলা ইত্যাদি করা যাবে না।
- ✗ প্রশিক্ষণবিহীন কোন ধাত্রী বা ওঝার পরামর্শ গ্রহণ করা যাবে না।
- ✗ পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ বিষয়ক কুসংস্কার থেকে বিরত থাকতে হবে। যেমন - রুই, কাতলা, মৃগেল, বোয়াল মাছ, মাংস প্রভৃতি খাওয়া যাবে না - এগুলো ভুল ধারণা।

গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ইম্প্রুভড নিউট্রিশন (গেইন)

গর্ভকালীন ৭ মাস থেকে শিশু জন্ম সময় পর্যন্ত করণীয় কী কী করতে হবে



- ✓ এ সময়ে ২ বার চেকআপ করাতে হবে। ৭/৮ মাসে একবার এবং ৯ মাসে আর একবার।
- ✓ প্রতিদিন ৩ বার পুষ্টিকর খাবার এবং প্রতিবারে ১ মুঠ পরিমাণে বেশী খেতে হবে। এছাড়া ২ বার পুষ্টিকর নাস্তা খেতে হবে।
- ✓ মা ও শিশুর জীবন রক্ষা ও সুস্থতার জন্য স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিরাপদ ডেলিভারি করাতে হবে।
- ✓ যদি বাড়িতে ডেলিভারি করাতে হয় তাহলে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দাত্রী বা ওঝা, স্বাস্থ্যকর্মী এবং ক্লিন ডেলিভারি কিট প্রস্তুত রাখতে হবে।
- ✓ পরিবারের সকল সদস্যকে গর্ভকালীন ৫টি বিপদচিহ্ন সম্পর্কে জানতে হবে।

গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ইম্প্রুভড নিউট্রিশন (গেইন)

গর্ভকালীন ৭ মাস থেকে শিশু জন্ম সময় পর্যন্ত করণীয়

কী কী করতে হবে



- ✓ প্রসব পরিকল্পনা হাতে নিন যেমন - টাকা, যানবাহন, ডেলিভারির স্থান, রক্তদাতা, নবজাতক ও প্রসূতি মায়ের যত্নকারী প্রস্তুত রাখতে হবে।
- ✓ প্রসবের পূর্ববর্তী দিন পর্যন্ত ডাক্তার বা স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ মত প্রতিদিন একটি করে আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেট ও দুইটি ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট আলাদা আলাদা সময়ে খেতে হবে।

কী কী করা যাবে না



- ✗ চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ঔষধ খাওয়া যাবে না।
- ✗ বাড়িতে প্রশিক্ষণবিহীন ধাত্রী বা ওঝা দ্বারা ডেলিভারী করা যাবে না।
- ✗ দূরে ভ্রমণ করা যাবে না।

গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ইম্প্রুভড নিউট্রিশন (গেইন)

শিশু জন্মের প্রথম ৬ মাস পর্যন্ত করণীয় কী কী করতে হবে



- ✓ শিশু জন্মের ১ ঘণ্টার মধ্যে অবশ্যই শালদুধ খাওয়াতে হবে।
- ✓ শিশুর বয়স ৬ মাস পর্যন্ত মায়ের দুধ ছাড়া অন্য কোন কিছু খাওয়ানো যাবে না। এমনকি এক ফোঁটা পানিও খাওয়ানো যাবে না।
- ✓ শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানোর জন্য পরিবার থেকে সংসারের বিভিন্ন কাজে মাকে সাহায্য করতে হবে।
- ✓ দিনে ও রাতে কমপক্ষে ২-৩ ঘণ্টা পরপর শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতে হবে।
- ✓ শিশুকে যত দ্রুত সম্ভব বিসিজি টিকা ও পর্যায়ক্রমে রুটিন অনুযায়ী সবগুলো টিকা দিতে হবে।

গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ইম্প্রুভড নিউট্রিশন (গেইন)

শিশু জন্মের প্রথম ৬ মাস পর্যন্ত করণীয়

কী কী করতে হবে



- ✓ মাকে প্রতিদিন ৩ বার পুষ্টিকর খাবার এবং প্রতিবারে ২ মুঠ পরিমাণে বেশী খেতে হবে। এছাড়া ২ বার পুষ্টিকর নাস্তা খেতে হবে।
- ✓ বাচ্চা ডেলিভারির ৪২ দিনের মধ্যে মাকে ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়াতে হবে।

কী কী করা যাবে না

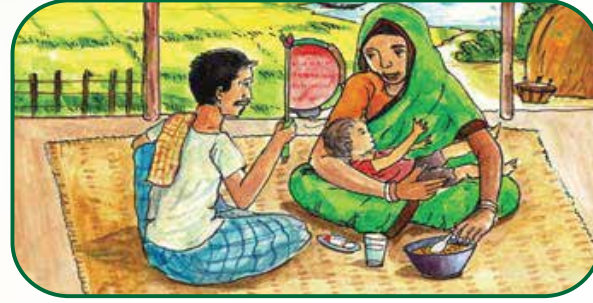


- ✗ শিশুকে ডাক্তার বা স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ ব্যতীত কোন ঔষধ খাওয়ানো যাবে না।
- ✗ শিশুকে মায়ের দুধ ছাড়া অন্য কোন দুধ, মধু, চিনির পানি, জুস ইত্যাদি খাওয়ানো যাবে না।
- ✗ কোন অন্ধকার বা আবদ্ধ ঘরে শিশুকে রাখা যাবে না।
- ✗ শিশুকে জন্মের তিন দিন পর্যন্ত গোসল করানো যাবে না।

গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ইম্প্রুভড নিউট্রিশন (গেইন)

শিশুর বয়স ৬ মাস থেকে ২ বছর পর্যন্ত করণীয়

কী কী করতে হবে



- ✓ শিশুর বয়স ৬ মাস পূর্ণ হলে মায়ের বুকের দুধের পাশাপাশি ঘরে তৈরী পুষ্টিকর বাড়তি খাবার দিতে হবে।
- ✓ প্রতিদিন শিশুর খাবারে রঙ্গিন শাক-সবজি, মাছ-মাংস, ডিম, ডাল জাতীয় খাবার রাখতে হবে।
- ✓ শিশুকে বিভিন্ন মৌসুমী ফল খাওয়ানোর অভ্যাস করতে হবে।
- ✓ শিশুর খাবার তৈরী ও খাওয়ানোর আগে মা ও শিশুর হাত সাবান দিয়ে ভালভাবে ধুয়ে নিতে হবে।

- ✓ শিশুর সঙ্গে গান করে, হাতে তালি দিয়ে এমনকি বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করে শিশুকে মানসিক ভাবে উজ্জীবিত রাখতে হবে।
- ✓ শিশুকে খাওয়ানোর সময় শিশুর সাথে কথা বলতে হবে।
- ✓ রুটিন অনুযায়ী সবগুলো টিকা সম্পন্ন করতে হবে।
- ✓ নিয়মিত শিশুর দৈহিক ও উচ্চতা মাপতে হবে, যদি বয়স অনুযায়ী শিশুর ওজন ও উচ্চতা সঠিক না হয় তাহলে ডাক্তার বা স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ নিতে হবে।

কী কী করা যাবে না



- ✗ শিশুকে জোর করে খাওয়ানো যাবে না বরং তার মন মেজাজ বুঝে খাওয়াতে হবে।
- ✗ শিশুর সামনে চোঁচামেচি করা যাবে না।
- ✗ শিশুর কোন কাজকে নিরোৎসাহিত করা যাবে না।

- ✗ অশোভন কণ্ঠ ব্যবহার করা যাবে না।
- ✗ শিশুর কোন অনুভূতির প্রতি অশ্রদ্ধাশীল হওয়া যাবে না।
- ✗ কখনোই শিশুর হাতে মোবাইল ফোন দেয়া যাবে না।

গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ইম্প্রুভড নিউট্রিশন (গেইন)